বীরভূম জেলা পরিষদ
সিউড়ী, বীরভূম, পিন-৭৩১ ১০১
Portal: http://panchayat.nic.in/BIRBHUMZP
(০৩৪৬২) ২৫৫-৩১৯ / ৭১২/ ৭১৩
(০৩৪৬২) ২৫৭-০০৩
sabhadhipati-bir@nic.in
aeozp-bir@nic.in
secyzp-bir@nic.in

১৮/০২/২০১১ তারিখ জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত জেলাস্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্য্যবিবরণী ঃ-

মাননীয়া সভাধিপতি বীরভূম জেলা পরিষদ মহাশয়ার সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়।

১) সভার প্রথমে জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য খাতে এই জেলা পরিষদ থেকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে যে অর্থ এন.আর.এইচ.এম. জি.ইউ.এস ফান্ড বাবদ গ্রামোন্নয়ন সমিতি স্তরে খরচ করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিতে বরাদ্দ করা হয়েছে তার তালিকা দেখানো হল। বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতিতে জনস্বাস্থ্য খাতে যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাতে এই অর্থ ছাড়া আর কোন অর্থ রাখা যাবে না। মাননীয় সভাধিপতি মহাশয়া বলেন যে, এন.আর.এইচ.এম জি.ইউ.এস ফান্ড বাবদ যে অর্থ পড়ে রয়েছে সেই অর্থ দ্রুত সদ্ব্যবহার করে তার ইউ.সি জমা দিতে হবে। এই অর্থ থেকে সংসদ এলাকায় কর্মরত এসএইচ.জি-দের সাম্মানিক ছাড়াও পয়ঃপ্রণালী সংস্কার, দেওয়াল লিখন, সচেতনতা শিবির ইত্যাদি ছোট ছোট কাজ করা যেতে পারে।

২) এর পরে আই.এ.ওয়াই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অতি সম্প্রতি আই.এ.ওয়াই-এর যে ১২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতিতে সাব-অ্যালট করা হয়েছে তা এই মাসের মধ্যে সদ্ব্যবহার করার জন্য বলা হয়। সিউড়ী-১নং পঞ্চায়েত সমিতিতে উপভোক্তা নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে তা দ্রুত মিটিয়ে নেওয়ার জন্য নির্বাহী আধিকারিক মহাশয়কে বলা হয়। এছাড়া বোলপুর-শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতিকেও আই.এ.ওয়াই তহবিলে অবণ্টিত চেক দ্রুত বিলি করে দেওয়ার জন্য বলা হয়। জেলায় যাতে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের পরিবর্তে অ্যাডভাইসের মাধ্যমে পেমেন্ট দেওয়া যায় সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সকল নির্বাহী আধিকারিককে বলা হল। সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রেই প্রথম কিস্তির টাকা বিলি করে দেওয়ার জন্য বলা হল। আগামী মার্চ মাস থেকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড়তে হবে।

আই.এ.ওয়াই-এর রিপোর্ট রিটার্ন নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, সেগুলি হল ১) ওপেনিং ব্যালান্স পরিবর্তন করা। ২) বিগত মাসের থেকে খরচ কম দেখানো। ৩) মোট প্রাপ্ত তহবিলের পরিমান পরিবর্তন করা। ৪) সামাজিক শ্রেণী অনুযায়ী উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে খরচ না দেখানো। ৫) অধিকাংশ পঞ্চায়েত সমিতি কেবল মাত্র পি.এম.আর-১ অর্থাৎ আর্থিক হিসাব সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিচ্ছেন এম.পি.আর.-২, এম.পি.আর.-৩-এর অধিকাংশ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে যথাযথ পাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় বলেন যে, সামাজিক শ্রেণীর ভিত্তিতে খরচের হিসাব না দেওয়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে আই.এ.ওয়াই-এর টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, আই.এ.ওয়াই.-এর ৩টি ফর্মেটে যে হিসাব দেখানো হয় তার মধ্যে অসংগতি থকলে টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতিগুলোকে তিনি যথারীতি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেন।

৩) এর পর কতগুলি পঞ্চায়েত সমিতির বিগত মাসের এবং এই মাসের প্রতিবেদনের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। তাতে দেখা যায়। ১) খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির ডিসেম্বর মাসের প্রতিবেদনে যে ওপেনিং ব্যালান্স ও মোট প্রাপ্ত তহবিল খরচ দেখানো হয়েছিল, জানুয়ারী মাসে তা কমে গেছে। ২) লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির জানুয়ারী মাসের প্রতিবেদনে ডিসেম্বর মাসের প্রতিবেদনের চেয়ে ওপেনিং ব্যালান্স কমে গেছে এবং ওপেনিং ব্যালান্স ও ফান্ড রিলিজ যোগ করে মোট প্রাপ্ত তহবিলের সঙ্গে মিলছে না। ৩) রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতিতে জানুয়ারী মাসে ডিসেম্বর মাসের চেয়ে মোট প্রাপ্ত তহবিল কমে গেছে। ৪) ময়ূরেশ্বর-১নং পঞ্চায়েত সমিতিতে খরচের ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের সামাজিক শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ দেখানো হয়নি। ৫) সিউড়ী-২নং, রামপুরহাট-১নং এবং ময়ূরেশ্বর-২নং পঞ্চায়েত সমিতিতে এম.পি.আর.-২ এবং এম.পি.আর-৩ প্রায় ফাঁকা পাঠানো হয়েছে। ৬) মুরারই-২নং পঞ্চায়েত সমিততে এই মাসে আই.এ.ওয়াই-র কোন খরচ দেখানো হয়নি।

৪) রিপোর্ট রিটার্ন করার জন্য ব্লক স্তরে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল সেল গঠন করার কথা বলা হয়েছিল অধিকাংশ পঞ্চায়েত সমিতি থেকেই সে বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এই সংক্রান্ত অর্ডারের কপি জেলা পরিষদে পাঠানোর জন্য নির্বাহী আধিকারিকদের অনুরোধ জানানো হল এবং পরবর্তী সভায় আধিকারিকরা যাতে আসেন সে বিষয়ে ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য নির্বাহী আধিকারিকদের বলা হল। বিগত সভায় মুরারই-১নং পঞ্চায়েত সমিতি থেকে কেউ আসেন নি এবং অধিকাংশ যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকরা সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকদের দেখার জন্য অনুরোধ জানান।

৫) বি.আর.জি.এফ তহবিলের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির শেয়ারে সিউড়ী-২নং, ময়ূরেশ্বর-২ এবং মুরারই-২নং পঞ্চায়েত সমিতিতে খরচের হার মাত্র ১৫.৩৬, ১৬.০১ ও ৩৫.০৩ শতাংশ। এই অর্থ দ্রুত সদ্ব্যবহারের জন্য নির্বাহী আধিকারিক ও সভাপতিদের বলা হল। এছাড়াও বোলপুর-শ্রীনিকেতন, লাভপুর, নানুর, ইলামবাজার, নলহাটি-১নং, নলহাটি-২নং, ময়ূরেশ্বর-১ ও মুরারই-২নং পঞ্চায়েত সমিতিতে খরচের হার আদৌ সন্তোষজনক নয়। এই বিষয়ে নির্বাহী আধিকারিকরা জানান যে, অধিকাংশ কাজের টেন্ডার হয়ে গেছে।

বি.আর.জি.এফ. তহবিলের গ্রাম পঞ্চায়েত শেয়ারে সিউড়ী-২, ময়ূরেশ্বর-১ ও ২নং এবং মুরারই-২নং পঞ্চায়েত সমিতিতে খরচের হার যথাক্রমে ২২.৩২, ৩৮.৪৬, ২৪.৯৫ এবং ৩৬.১০ শতাংশ। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে আলাদা ভাবে সভা করে এই বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হল। জেলায় একমাত্র সাঁইথিয়া, মহঃবাজার, রামপুরহাট-১ ও ২নং পঞ্চায়েত সমিতি ছাড়া কোন পঞ্চায়েত সমিতিতেই ৬০ শতাংশ-এর বেশী খরচ হয়নি অথচ এই তহবিল মার্চ ২০১১-এর মধ্যে পুরো সদ্ব্যবহার করার কথা। এই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য নির্বাহী আধিকারিকদের বলা হল। সকল পঞ্চায়েত সমিতিকে আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সমস্ত কাজ কার্যকর ও শুরু করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

জেলার ৫৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বি.আর.জি.এফ. গ্রাম পঞ্চায়েত শেয়ারে ৫লক্ষ টাকার অধিক সমাপনস্থিতি রয়েছে। রামপুরহাট সাব-ডিভিভিশনের মুরারই-১ ও ২নং, ময়ূরেশ্বর- ১ ও ২নং, নলহাটি-১নং এবং রামপুরহাট- ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বিপুল অর্থ পড়ে

রয়েছে। এছাড়াও সদর সাব-ডিভিশনের খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির গাংমারি জয়পুর, ভবানীপুর ও রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, সিউড়ী- ১নং পঞ্চায়েত সমিতির বনশংকা ও কেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে, মহঃবাজার পঞ্চায়েত সমিতির চরিচা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রচুর অর্থ পড়ে রয়েছে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী আধিকারিকদের বলা হল, যাতে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সকল কাজ শুরু করা যায়।

৬) এর পর বি.আর.জি.এফ-এর রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিউড়ী-২নং পঞ্চায়েত সমিতির ও নলহাটি-১নং পঞ্চায়েত সমিতির শেয়ারের রিপোর্ট ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে একই রয়েছে। বোলপুর-শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতির ওপেনিং ব্যালান্স পরিবর্তন করা হয়েছে। দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে এ মাসে প্রাপ্ত তহবিল মোট প্রাপ্ত তহবিল ও খরচের জায়গায় একই রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির গ্রাম পঞ্চায়েত শেয়ারে জানুয়ারী মাসে ডিসেম্বর মাসের চেয়ে ওপেনিং ব্যালান্স কমে গেছে ও পঞ্চায়েত সমিতির শেয়ারে মোট প্রাপ্ত তহবিল ও খরচ কমে গেছে। ইলামবাজার পঞ্চায়েত সমিতির এই বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির শেয়ারে কোন অর্থ পাননি বলে দেখিয়েছেন যা সঠিক নয়। নলহাটি-২নং পঞ্চায়েত সমিতির ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের একই রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। মুরারই-১নং পঞ্চায়েত সমিতিতে ওপেনিং ব্যালান্সের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মাসিক খরচ ও মোট খরচ একই দেখানো হয়েছে যা সম্ভব নয়।

৭) দ্বাদশ অর্থ কমিশন ও ২য় রাজ্য অর্থ কমিশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অধিকাংশ পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে এই দুই তহবিলের গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির শেয়ারে মোট প্রাপ্ত তহবিলের হিসাব জেলা পরিষদের সঙ্গে মিলছে না। প্রতিটি অ্যালটমেন্ট মিলিয়ে মিলিয়ে এই হিসাবকে এই আর্থিক বছরের মধ্যে ঠিক করে ফেলার জন্য অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকদের বলেন।

৮) স্যানেটেশন - মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সভাকে অবগত করেন যে, এই জেলার স্যানিটারী মার্টের প্রতিনিধিগণ মাননীয় মন্ত্রী পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর মহাশয়ের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, এই জেলার স্যানিটারী মার্টগুলি যথা সময়ে ঠিকঠাক টাকা পাচ্ছে না। জেলা পরিষদ থেকে টি.এস.সি-র পারিবারিক, স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ী ইত্যাদির শৌচাগারের অর্থ পঞ্চায়েত সমিতিতে সাব-অ্যালট করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই অর্থ থেকে মার্টকে দ্রুত বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিয়ে জেলায় ইউ.সি পাঠিয়ে আবার টাকা চাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে বলা হল। এই প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য মাননীয় অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সভাপতি ও নির্বাহী আধিকারিক মহাশয়দের অনুরোধ জানান।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত প্রকল্প ঃ-

প্রথমে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্যাদি দেখানো হলো। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন তথ্য দেখানোর পর, সকল ব্লক আধিকারিকদের অতিরিক্ত অদক্ষ মজুরি প্রদান এবং কম্পিউটারে তথ্য সকল এন্ট্রি এবং আপলোড করতে বলা হয়। সমস্ত ব্লক

আধিকারিকদের ২০১০-১১ সালের জন্য মার্চ মাস পর্যন্ত খরচার একটি লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হয়। এই সকল সক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ ঃ-

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)
১	সিউড়ী-১নং	১২.০০	১১	নানুর	১৩.০০
২	সিউড়ী-২নং	৮.৫০	১২	ময়ূরেশ্বর-১নং	২১.০০
৩	মহঃ বাজার	১৪.০০	১৩	ময়ূরেশ্বর-২নং	১৩.০০
৪	সাঁইথিয়া	১৮.০০	১৪	রামপুরহাট-১নং	১৮.০০
৫	রাজনগর	১২.৫০	১৫	রামপুরহাট-২নং	১৫.০০
৬	দুবরাজপুর	১৬.০০	১৬	নলহাটি-১নং	১২.০০
৭	খয়রাশোল	১০.০০	১৭	নলহাটি-২নং	১০.০০
৮	বোলপুর	১৫.৫০	১৮	মুরারই-১নং	১২.০০
৯	ইলামবাজার	১৫.০০	১৯	মুরারই-২নং	১৩.০০
১০	লাভপুর	১২.০০		মোট	২৬০.৫০

মার্চের শেষে জেলার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় ২৬০.৫০ কোটি টাকা।

সভায় অন্য কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় পারস্পরিক ধন্যবাদান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

অন্নপূর্ণা মুখার্জী

সভাধিপতি

বীরভূম ও নির্বাহী আধিকারিক

বীরভূম জেলা পরিষদ

(০৩৪৬২) ২৫৫-৩১৯ / ৭১২/ ৭১৩
(০৩৪৬২) ২৫৭-০০৩
sabhadhipati-bir@nic.in
aeozp-bir@nic.in
secyzp-bir@nic.in

বীরভূম জেলা পরিষদ

সিউড়ী, বীরভূম, পিন-৭৩১ ১০১
Portal: http://panchayat.nic.in/BIRBHUMZP

পত্রাঙ্ক ৮৭১০(৫৭) বী. জেড. পি। তারিখ ১৫/০৩/২০১১.

ইহার প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল ঃ -

১) সভাধিপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২) সহকারী সভাধিপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩) অধ্যক্ষ, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৪) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৫) সচিব, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৬) উপ সচিব, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৭-১৫) কর্মাধ্যক্ষ, সকল স্থায়ী সমিতি, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
১৬) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, বীরভূম, সিউড়ী ।
১৭) জেলা বাস্তুকার, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
১৮) নির্বাহী বাস্তুকার, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
১৯) ডি.পি.ডি, ডি.আর.ডি.সি সিউড়ি, বীরভূম।
২০) ডি.এন.ও, এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. সেল, সিউড়ী, বীরভূম ।
২১) জেলা সমন্বয়কারী, এস.আর.ডি সেল, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২২) ডি.আই.ও, এন.আই.সি, সিউড়ী, বীরভূম ।
২৩) সি.এম.ও.এইচ, সিউড়ী, বীরভূম ।
২৪) পরিষদ অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অডিট অফিসার, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২৫) জেলা সমন্বয়কারী, স্যানিটেশন সেল, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২৬) জেলা নোডাল অফিসার, সি.এইচ.সি.এম.আই, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
২৭) সহ বাস্তুকার, পি.এইচ.ই, সজলধারা ।
২৮) সি.এ, জেলাসাশক, সিউড়ী, বীরভূম ।
২৯) অফিস সুপার-ইন-টেনডেন্ট, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩০) প্রধান সহায়ক, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩১) হিসাব রক্ষক, বীরভূম জেলা পরিষদ ।
৩২-৬৯) বি.ডি.ও, সভাপতি, সকল পঞ্চায়েত সমিতি, বীরভূম ।
--পঞ্চায়েত সমিতি ।

অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক
বীরভূম জেলা পরিষদ

D:\My Documents\Dt. Dev. Pl.& M Mtng\Forw.letter(DLRM).doc